36891 - সংক্ষেপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান

প্রশ্ন

কুরআনে স্পষ্টভাবে নারীর জন্য যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে -সেটা ইসলামী দেশে হোক কিংবা অনৈসলামী দেশে হোক- কি পরিধান করা আবশ্যকীয় সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পুরুষের পোশাকের ব্যাপারটি জানতে চাই। সেটা যে দেশে বা যে সমাজে হোক না কেন; ইসলামী দেশে কিংবা অনৈসলামী দেশে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সংক্ষেপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি যথেষ্ট হয় এবং কাজে আসে:

১. পরিধানযোগ্য সব পোশাকের মূল বিধান হচ্ছে– বৈধতা। যদি না কোন পোশাক হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল থাকে; যেমন- পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় পরা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় এ দুটো জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ), নারীদের জন্য জায়েয (বৈধ)।"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৪০), আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] যেমন- মৃতপ্রাণীর চামড়া পরিধান করা অবৈধ; তবে দাবাগত করলে তথা প্রক্রিয়াজাত করলে বৈধ। আর ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম দিয়ে তৈরী পোশাক এর বিধান হচ্ছে– এগুলো পবিত্র ও বৈধ। মৃতপ্রাণীর চামড়া ব্যবহারের বিধান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে 1695 নং ও 9022 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

২. স্বচ্ছ পোশাক পরিধান করা অবৈধ; যে পোশাকে সতর ঢাকে না।

৩. পোশাকাদির ক্ষেত্রে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাই যে সব পোশাক কাফেরদের নিজস্ব পোশাক সেগুলো পরিধান করা নাজায়েয।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুসুম রঙ-এর দুটো কাপড় পরিহিত দেখে বললেন: এগুলো কাফেরদের পোশাক। তাই, তুমি এগুলো পরিধান করো না।[সহিহ মুসলিম (২০৭৭)]

৪. পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নারীদের বেশ ধারণ করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশ ধারণ করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী

নারীদরেকে লানত করছেনে।[সহহি বুখারী (৫৫৪৬)]

৫. সুন্নত হচ্ছ– যে কোন মুসলমি বসিমল্লিাহ্ বলে ডান দকি থকেে কাপড় পরা শুরু করবে এবং বাম দকি থকেে কাপড় খোলা শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন তোমেরা পোশাক পরবে কংিবা ওযু করবে তখন ডান দকি থকেে শুরু কর।"[সুনানে আবু দাউদ (৪১৪১), আলবানী 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে (৭৮৭) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে।

৬. নতুন পোশাক পরে আল্লাহ্র শুকরয়িা আদায় করা ও দোয়া করা সুন্নত। আবু সাঈদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো নতুন কাপড় পরধিান করতনে, তখন এই পোশাকরে নাম উল্লখে করতনে; যমেন- পাগড়ি বা জামা কংিবা চাদর। তারপর বলতনে:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

(অর্থ :হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনইি আমাকে এ পোশাক পরয়িছেনে। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দশ্যেে তরৈি হয়ছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনষ্টি এবং এটি যে জন্য তরৈি করা হয়ছে সটোর অনষ্টি থকেে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)[সুনানে তরিমযিি (১৭৬৭), সুনানে আবু দাউদ (৪০২০), শাইখ আলবানী 'সহহিুল জামে' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

৭. অহমকিা ও অতরিঞ্জন বর্জন করে পোশাক-পরচ্ছিদ পরচ্ছিন্ন রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া সুন্নত। আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থকেে বর্ণতি, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: "যে ব্যক্তরি অন্তরে অণু পরমিাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করবে না। এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মানুষ তো পছন্দ করে তার কাপড়টি সুন্দর হবে, তার জুতাটি সুন্দর হবে। তনিি বললনে: নশ্চিয় আল্লাহ্ সুন্দর, তনিি সৌন্দর্য পছন্দ করনে। অহংকার হচ্ছ– সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্যি করা।"[সহহি মুসলমি (৯১)]

৮. সাদা রঙরে পোশাক পরধিান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলছেনে: "তোমেরা সাদা পোশাক পরধিান করো। কনেনা সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকে তোমোদরে মৃতব্যক্তদিরেকে কাফন দাও।"[সুনানে তরিমযিি (৯৯৪) হাসান সহহি, আলমেগণ সাদা রঙরে পোশাক পরাকে মুস্তাহাব বলনে; সুনানে আবু দাউদ (৪০৬১) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৭২)]

৯. পরধিয়ে যে কোন পোশাকরে সর্বোচ্চ সীমা টাকনু পর্যন্ত; কোন পোশাককে টাকনুর নীচে প্রলম্বতি করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "লুঙ্গরি যতটুকু টাখনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে।"[সহহি বুখারী (৫৪৫০)] আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: “আল্লাহ্ কয়িামতরে দনি তনি ব্যক্তরি সাথে কথা বলবনে না, তাদরেকে পবত্রি করবনে না এবং তাদরে জন্য রয়ছেে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার (রাঃ) বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তনিবার বলছেনে। আবু যার (রাঃ) বলনে: তারা ব্যর্থ হোক ও ক্ষতগ্রিস্ত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা? তনিি বললনে: লুঙ্গি প্রলম্বতিকারী, খোঁটা দানকারী ও মথি্যা শপথ করে পণ্যসামগ্রী বক্রিয়কারী।[সহহি মুসলমি (১০৬)]

১০. ‘যশাদে-পোশাক’ পরধিান করা হারাম। সটো এমন পোশাক যা পরহিতিকে অন্যদরে থকেে আলাদা করে তোলে; যাতে করে তার দকিে চোখ তুলে তাকানো হয়, তার পরচিতিি লাভ হয় এবং খ্যাতি ছড়য়িে পড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি যশাদে-পোশাক পরবে কয়িামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবনে।” অপর এক বর্ণনায় বর্ধতি আছে, “এরপর তাকে আগুনে পোড়ানো হবে”। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে”।[সুনানে আবু দাউদ (৪০২৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬০৬) ও (৩৬০৭), শাইখ আলবানী ‘সহহিুত তারগীব গ্রন্থে (২০৮৯) হাদসিটকিে ‘হাসান’ বলছেনে।]

প্রশ্নকারী ভাই এ ওয়বে সাইটরে ‘পোশাক’ অধ্যায় দখেতে পারনে; সখোনে এ বষিয়ে আরও জ্ঞান রয়ছেে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।